প্রথম আলো

তারিখ 16 JAN 2016
পৃষ্ঠা 20 কলাম 2

প্রাথমিকের বই বিতরণের ছবি তোলা নিয়ে বিভ্রান্তি

অরূপ রায়, সাভার ●

প্রাথমিকের বই বিতরণের সময় শিক্ষার্থীদের ছবি তোলা নিয়ে ঢাকার সাভার ও ধামরাই এবং মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া ও সদর উপজেলায় বই বিতরণে মাঠপর্যায়ে নানা জটিলতা ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা বলছেন, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আদেশে বই বিতরণের সময় সব শিক্ষার্থীর আলাদা ছবি তুলে বিদ্যালয় ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়ে সংরক্ষণ করার কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া ওই সব ছবির একটা সফট কপিও সংরক্ষণ করতে বলা হয়েছে বিদ্যালয়গুলোতে। কিন্তু কিছু বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা বলেন, এ বিষয়ে তাঁরা পরিষ্কার নির্দেশনা পাননি।

সাভার উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১২১টি। আর কিন্ডারগার্টেন স্কুল রয়েছে ৮২৩টি। এসব বিদ্যালয়ে বই বিতরণের জন্য উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে নির্দিষ্ট একটি ফরম পূরণের কথা বলা হয়েছে। শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষার্থীদের স্ট্যাম্প সাইজের ছবিসহ শিক্ষার্থীর নাম ও জন্মসনদ অনুযায়ী তাদের বয়স, মা-বাবার নাম ও তাঁদের (মা-বাবা) জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর দিয়ে সেটি পূরণ করতে হবে। এরপর সেগুলো বিদ্যালয়ে সংরক্ষণের পাশাপাশি উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়ে জমা দিতে বলা হয়েছে। এসব তথ্যের সফট কপিও সংরক্ষণ করতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বিদ্যালয়গুলোতে।

সাভার পৌর এলাকার মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ডলি রানী ঘোষ রায় বলেন, ছবি সরবরাহ করতে গিয়ে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য অন্তত ৫০ টাকা করে খরচ হচ্ছে। এই হিসাব অনুযায়ী তাঁর বিদ্যালয়ের প্রায় দেড় হাজার ছাত্রছাত্রীর ছবি বাবদ অভিভাবকদের খরচ হবে সাড়ে সাত হাজার টাকা। এ ছাড়া সফট কপি ও ফরম পূরণ করতেও তাঁদের কয়েক হাজার টাকা লেগে যাবে। কিন্তু এসব খরচের জন্য তাঁর বিদ্যালয়ে কোনো বরাদ্দ দেওয়া হয়নি।

সাভারের মাদারটেক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র আবদুল্লাহ আল মাসুদ, রাসেদুল ইসলামসহ আরও কয়েকজন বলে, বই বিতরণের সময় ছবির প্রয়োজন হওয়ায় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের কাছ থেকে ৩০ থেকে ৪০ টাকা হারে চাঁদা আদায় করছে।

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আনোয়ার উস-সাদাৎ বলেন, তাঁদের বিদ্যালয়ে কম্পিউটারের ব্যবস্থা না থাকায় শিক্ষার্থীদের স্ট্যাম্প সাইজের ছবিসহ নির্ধারিত ফরম পূরণ করে হার্ড ও সফট কপির জন্য তাঁরা একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করেছেন। চুক্তি অনুযায়ী তাঁর বিদ্যালয়ের প্রায় ২০০ জন শিক্ষার্থীর জন্য ওই প্রতিষ্ঠানকে অন্তত ১০ হাজার টাকা দিতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবু হেনা মোস্তফা কামাল বলেন, এখানে বিভ্রান্তির সুযোগ নেই। স্মার্টফোনে ছবি তুলে সেগুলো সহজেই সংরক্ষণ করা যায়। এতে খরচের কোনো সমস্যা নেই। অন্য কোথাও সমস্যা হয়নি। তারপরও কেন সমস্যা হলো, তা খোঁজ নিয়ে দেখা হবে।

তবে ধামরাই উপজেলার বিদ্যালয়গুলোতে কোনো ফরম পূরণ করা হচ্ছে না। এমনকি শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষার্থীদের কোনো ছবিও তোলা হচ্ছে না। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা দৌলতর রহমান বলেন, বই বিতরণের সময় প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পৃথক ছবি তোলা সম্ভব নয়। আর এ জন্য কোনো বরাদ্দও নেই। তাই বইপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের একটা গ্রুপ ছবি তুলে তা সংরক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া উপজেলার কামতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোশারফ হোসেন বলেন, তাঁদের বই বিতরণের সময় প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ছবি তুলতে বলা হয়েছে। কিন্তু ছবি বিদ্যালয়ে সংরক্ষণের পাশাপাশি উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়ে সরবরাহ করতে হবে কি না, সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি।

সদর উপজেলার ৮৮ নম্বর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বজলুর রহমান বলেন, আপাতত বই বিতরণ রেজিস্টারে বইপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের ছবি সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

সদর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবু সায়েম বলেন, আপাতত বিদ্যালয়গুলোকে বই বিতরণ অনুষ্ঠানের ছবি তোলার পাশাপাশি বিতরণ রেজিস্টারে স্ট্যাম্প সাইজের ছবি সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে।